ক্রৌঞ্চের নন্দনতত্ত্ব

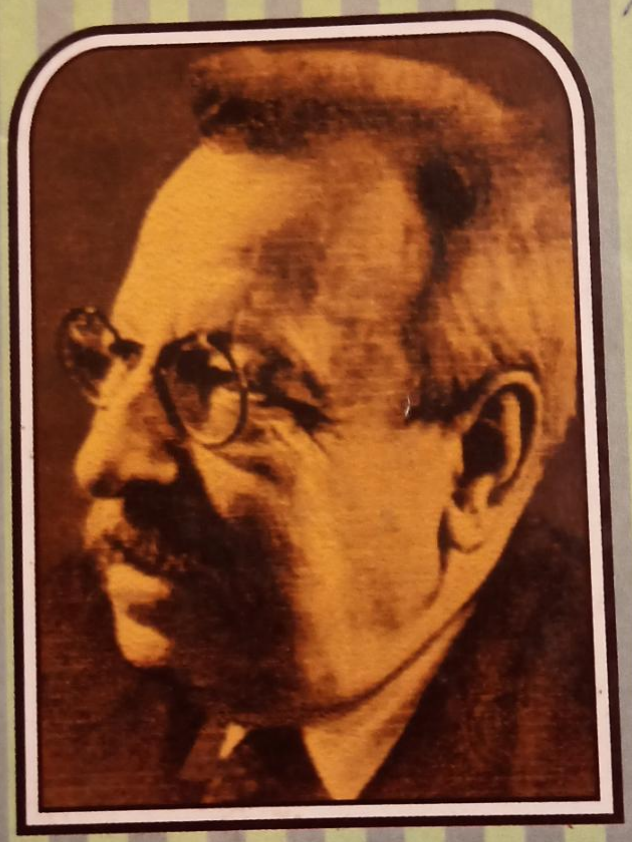

সুধীরকুমার নন্দী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

ড: প্রমা ঘোষ
দর্শন বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
বই মেলা ২০০৭

ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব

[Benedetto Croce লিখিত সমগ্র AESTETICA
গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ]

অনুবাদক
সুধীর কুমার নন্দী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

প্রথম স্তবক

প্রতিভান (তাৎক্ষণিক জ্ঞান) ও প্রকাশ
(Intuition and Expression)

জ্ঞান দ্বিবিধ ; তাৎক্ষণিক জ্ঞান এবং তর্কশাস্ত্র সম্মত জ্ঞান *তাৎক্ষণিক জ্ঞান আসে কল্পনার (Imagination) মাধ্যমে ; তর্কশাস্ত্র সম্মত জ্ঞান আসে বুদ্ধির (Intellect) পথ বেয়ে ; প্রথম জ্ঞানটি হল বিশেষ জ্ঞান (Individual), ব্যক্তিবিশেষের প্রাতিভানিক জ্ঞান (Intuitive knowledge) সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার সম্বন্ধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জ্ঞান; অন্যটি হল সামান্যের (Universal) জ্ঞান। ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের জ্ঞানে, (প্রথম পর্যায়ের) আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধ সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করি। প্রথম পর্যায়ের জ্ঞানে আমরা রূপকল্পের (Images) রূপটুকু পাই। দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞানে পাই তৎসম্বন্ধীয় ধারণা (Concepts).

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিনিয়তই তাৎক্ষণিক জ্ঞানের দোহাই পাড়ি। যখনই আমরা কোনো অনুভূত সত্যের, কোন সহজলভ্য পথে জ্ঞাত সত্যের সংজ্ঞা দিতে পারি না, তর্কশাস্ত্র সম্মত পথে সত্যটিকে প্রমাণ করতে পারি না, তখনই আমরা বলি যে তাৎক্ষণিক জ্ঞানের পথে আমরা এই সত্যে উপনীত হয়েছি। যাঁরা দর্শনশাস্ত্রগত বিমূর্ত চিন্তায় বিশ্বাসী তাঁদের মতামতকে রাজনীতিবিদেরা বিশেষ মূল্য দেন না এই বলে যে দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই ; অর্থাৎ এদের তাৎক্ষণিক জ্ঞানের অভাব। শিক্ষাবিদ পণ্ডিতেরাও দেখতে চান যে ছাত্রদের মধ্যে সম্যক জ্ঞানার্জনের পূর্বে যেন তাদের মধ্যে প্রতিভানগত শক্তির ও তাৎক্ষণিক জ্ঞান লাভের শক্তির (Intuitive facaulty) পূর্ণ বিকাশ ঘটে। শিল্পকলার মূল্য নির্ণয়ে বিচারকমন্ডলীও শিল্পকলার গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে তত্ত্ব ও দর্শনগত মূল্যায়ণ পদ্ধতির চেয়ে সোজাসুজি তাৎক্ষণিক জ্ঞানের পথে বিচার করেন। আর সাধারণ মানুষও দৈনন্দিন জীবনে বিচার বুদ্ধিগত জ্ঞানকে পরিহার করে তাৎক্ষণিক জ্ঞান বা Intuition-কে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়।

---

* এই অধ্যায়ে পাঠকের আলোচ্য বিষয়টির বোধের সৌকর্যের জন্য আমরা প্রতিভান ও তাৎক্ষণিক জ্ঞান শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেছি। ক্রোচীয় অর্থে প্রভিভান ও মনোবিদ্যাগত intuition বা তাৎক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ আছে তাই আমরা যথাসময়ে তাৎক্ষণিক জ্ঞানের পরিবর্তে প্রতিভান শব্দটিকে ব্যবহার করেছি এবং তাৎক্ষণিক জ্ঞান শব্দটির উল্লেখ করিনি।

8 PRO

এইভাবে তাৎক্ষণিক জ্ঞান নানান ক্ষেত্রে মর্যাদা পেলেও তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক আলোচনায় তাৎক্ষণিক জ্ঞানের উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। সে ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে যে শাস্ত্রটি তার একাধিপত্য বজায় রেখেছে তা হল তর্কশাস্ত্র বা logic. যাঁরা তর্কশাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাৎক্ষণিক জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের কথা বলেন (Science of intuitive knowledge) তাঁদের কণ্ঠে প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয় না। তর্কশাস্ত্রসমত জ্ঞান (Logical knowledge) এই রাজত্বের সিংহ ভাগ দখল করে আছে। তাৎক্ষণিক জ্ঞান (Intuition) বৌদ্ধিক জ্ঞানের সেবক মাত্র। বুদ্ধিগত জ্ঞানের আলো ছাড়া তাৎক্ষণিক জ্ঞান একেবারেই অচল। বলা হয় বৌদ্ধিক জ্ঞান হল প্রভু, তাৎক্ষণিক জ্ঞান হ'ল ভৃত্য যদিও ভৃত্যরূপী প্রাতিভানিক জ্ঞান কখন কখন বৌদ্ধিক জ্ঞানের কাজে লাগে ; কিন্তু যে অর্থে বৌদ্ধিক জ্ঞান বা Intellect প্রাতিভানিক জ্ঞানের (intuition) পক্ষে অপরিহার্য সে অর্থে প্রাতিভানিক জ্ঞান বৌদ্ধিক জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য নয়। প্রতিভান হ'ল অন্ধ ; বুদ্ধি তাকে চক্ষুষ্মান করে তোলে।

এই দীর্ঘদিনের অন্ধবিশ্বাসকে অপসারণ করে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে, শিখতে হবে যে, প্রতিভানগত জ্ঞানের কোনো সহায়ক প্রভুর প্রয়োজন নেই-; বুদ্ধি বা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আলো ধার করে তাকে চক্ষুষ্মান হতে হবে না। কারণ সে নিজেই চক্ষুষ্মান। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, তর্কশাস্ত্রগত ধারণার মধ্যে প্রতিভানের (intuition) মিশ্রণ সহজ ও স্বাভাবিক। এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে প্রতিভান স্ব-মহিমায় প্রোজ্জ্বল; তর্কগত ধারণার কোনো মিশ্রন যেখানে নেই। অতএব বলা চলে যে, অবিমিশ্র প্রতিভানও সম্ভব। আমরা যখন একজন চিত্রকরকে চন্দ্রিমা বিধৌত প্রকৃতির সৌন্দর্য ধারায় অবগাহন করতে দেখি এবং তৎসৃষ্ট চিত্র চিত্রণে মুগ্ধ হই তখন আমারা কোন তর্কশাস্ত্রের ধারণার সাহায্য গ্রহণ করি না। গ্রামের ছবি আঁকার কাজে, গীত রচনার কাজে, গীতি কবিতার শব্দ চয়নের কাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উচ্চারিত নানাবিধ প্রশ্নে, নানারকমের চাওয়ায়, দুঃখ প্রকাশের নানান স্বরগ্রামে কোথাও আমরা তর্কশাস্ত্রসম্মত ধারণার সহায়তা গ্রহণ করি না। এমনকি অনুভূত বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের অনুধাবনের ক্ষেত্রেও বুদ্ধির কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে না। প্রতিভান এবং তত্ত্বগত ধারণার মিলনের ফলে আমাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয় ; একের প্রতিভান অপরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় একথা স্বীকার করেও বলা চলে যে তত্ত্বগত ধারণা বা Concept যখনই প্রতিভানের সংমিশ্রণে নতুন রূপ পায়, আর তা বিশুদ্ধ বা বুদ্ধিগত ধারণা থাকে না। কেননা এই মিশ্রণের

বুদ্ধিগত জ্ঞানের ওপর প্রাতিভানিক জ্ঞানের অনির্ভরতা

ফলে বুদ্ধিগত ধারণা বা Concept তার স্বকীয় ধর্ম ও স্বাধীনতাটুকু হারিয়ে ফেলে। এই রূপান্তরিত ধারণা (Concept) তখন প্রতিভানের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; উদাহরণ দিই, কোনো বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক যখন দর্শনগত তত্ত্বাবলী উদ্ধার করে স্বগতোক্তি করেন তখন তা কেবলমাত্র বুদ্ধি আশ্রিত তত্ত্বাবলীর রূপ না নিয়ে তা তখন সেই নায়কের ঝঞ্ঝা তাড়িত ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন ব্যক্তিত্বের আক্ষেপকে প্রকাশ করে । *কোনো শিল্পীর আঁকা ছবিতে যখন আমরা নানান রঙের বহুল ব্যবহার দেখি তখন সে লাল রংকে আমরা পদার্থবিদের বিশ্লেষক চোখে দেখি না ; তাকে গ্রহণ করি ঐ চিত্রটির অংকিত অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে। ছবির বিষয়বস্তুতে আমরা যখন নানান দার্শনিক মতবাদ বা ধারণার প্রমূর্তিকে অবলোকন করি তখন এই প্রমূর্তির মাধ্যমে তাদের যে রূপান্তর ঘটে তার ফলে তারা আর বুদ্ধিগত ধারণা থাকে না। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এমনি করেই বৌদ্ধিক ধারণার রূপান্তর ঘটে। বুদ্ধিগত ধারণা প্রতিভানের রূপ পায়। আবার দার্শনিক আলোচনায় প্রতিভানলব্ধ সত্যের অপ্রতুলতা না থাকলেও তাকে মূলতঃ বৌদ্ধিক ধারণারূপে (concept) চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

The Promessi Sposi গ্রন্থে কাহিনীর বিবরণে নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় বহুবিধ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা থাকলেও এটিকে প্রতিভানগত কাহিনীর মর্যাদা দেওয়া হয়। একই ভাবে বলা চলে যে, দার্শনিক সোপেন হায়ারের দার্শনিক আলোচনায় যে সব কাহিনী এবং শ্লেষাত্মক মন্তব্য সংযুক্ত হয়েছে তারা কখনই দার্শনিক প্রবরের মহতী দার্শনিক আলোচনার ধর্ম ও গৌরবকে খর্ব করে নি। বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এবং একটি শিল্পকর্ম—এদের মধ্যে সেইটুকু ব্যবধান রয়েছে যেটুকু থাকে একটি বুদ্ধি নির্ভর ঘটনা ও একটি প্রতিভান নির্ভর ঘটনার আবেদনের মধ্যে ; বুদ্ধি বা প্রতিভানের চেহারাটা ধরা পড়ে এই সামগ্রিক রূপ বিচার করে ; আমাদের প্রায় সকল অভিজ্ঞতার মধ্যেই বুদ্ধি এবং প্রতিভান কাজ করে এবং এই উভয়বিধ প্রক্রিয়ার ফলে আবেদনের মধ্যে একটি মুখ্যরূপ সৃষ্ট হয় তা কখন বুদ্ধিগত আবার কখন বা তা প্রতিভানগত। আবেদনের এই সামগ্রিক রূপের বিচারেই আমাদের এই অভিজ্ঞতার রূপ নির্ণয় হয়।

প্রাতিভানিক জ্ঞান ধারণা বা Concept-র ওপর একেবারেই নির্ভরশীল নয় একথা বললেও প্রতিভানের সত্য এবং যথার্থ পরিচয়টুকু দেওয়া হয় না। অপরপক্ষে যাঁরা প্রত্যক্ষত তাৎক্ষণিক জ্ঞানকে বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল একথা বলেন না তাঁরাও কিন্তু

---

* এই প্রসঙ্গে আমরা সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি। নাটকের প্রত্যন্তভাগে লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যু সংবাদে অভিভূত ম্যাকবেথের কণ্ঠে আমরা যে বিখ্যাত দার্শনিকসুলভ উক্তিটি শুনি তা নিঃসন্দেহে বুদ্ধি আশ্রয়ী এবং তার অর্থের অনুধাবন উচ্চতর মেধা ও বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে.... —Tomorrow Tomorrow.... পত্নীবিয়োগ বেদনায়.....

প্রতিভানের স্বরূপ এবং ধর্মকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। সাধারণভাবে তাৎক্ষণিক জ্ঞান বলতে আমরা প্রতিভানকে বুঝি একথা আগেই বলেছি এবং এই প্রতিভান হ'ল প্রত্যক্ষণের রূপভেদ ; কোনো বিষয়কে সত্য বা real হিসেবে জানাই হ'ল প্রতিভানের কাজ।

তাৎক্ষণিক জ্ঞান ও প্রত্যক্ষণ

একথা সত্য যে প্রত্যক্ষণ হ'ল এক ধরনের প্রতিভান। আমি যখন আমার পড়ার ঘরে বসে অনুভব করি যে আমি আমার পরিচিত জায়গাটিতে বসে লিখছি, কালি, কলম, দোয়াত, কাগজ এ সবই আমার লেখার কাজে সহায়তা করছে তখন এ জ্ঞানটুকু হ'ল প্রতিভানগত। এছাড়াও যদি আমি মনে করি যে ঠিক এই সময় আর একটি শহরে বসে অন্য একটি বাড়ীর পড়ার ঘরে বসে কালি, কলম, কাগজ, পেন্সিল নিয়ে আমি লিখছি—এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রকল্পও প্রতিভানগত। অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমার পড়ার টেবিলে বসে আমি যে লিখছি সেই চিত্রকল্পটি সত্য হলেও অন্য একটি শহরে আমার আর একটি বাড়ীর পড়ার ঘরে বসে লেখার কল্পিত ছবিটিও কম সত্য নয়। অর্থাৎ কিনা আমার বর্তমান পড়ার টেবিলে বসে লেখার ঘটনাটি এবং আমার অন্য একটি বাড়ীর পড়ার ঘরে বসে লেখার কল্পিত ঘটনাটির মধ্যে যেটুকু ব্যবধান আছে তা হ'ল বাহ্য সম্পর্কের ; প্রতিভানের আপন ধর্ম রক্ষার পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তাটুকু হ'ল অপ্রধান (Secondary)। যদি আমরা এমন একটি মানবমন কল্পনা করতে পারি যে প্রথম প্রতিভান বা স্বজ্ঞার সহায়তায় বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করছে তাহলে শুধু তার পক্ষেই বহির্জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। বিষয়ের সত্য জ্ঞান বিষয়টির যথার্থ (Real) ছবি এবং অযথার্থ (Unreal images) ছবির মধ্যেকার পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই প্রভেদ বা পার্থক্যটুকু আমাদের প্রথম জানার মুহূর্তে অনুপস্থিত থাকলে এটিকে শুদ্ধ স্বজ্ঞা (Pure intuition) বলা চলে। এই ধরনের শুদ্ধ স্বজ্ঞা বিষয়ের যথার্থ এবং অযথার্থ কোন জ্ঞানই দেয় না ; একে প্রত্যক্ষণ বা Perceptions-ও বলা যাবে না। এই শুদ্ধ স্বজ্ঞার জগতে কোনো কিছুই সৎ (Real) নয় আবার কোনো কিছুই অসৎ (Nothing is real) নয়। বয়স্ক মনষ্কতায় এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার তুলনা আমরা কেবল শিশুর কল্পনা আশ্রিত চিত্রকল্পের সঙ্গে করতে পারি ; শিশুমনে যেমন সত্য-মিথ্যা, ইতিহাস-রূপকথা এরা সবই একাকার হয়ে যায় তেমনি মানুষের প্রথম অভিজ্ঞাত স্বজ্ঞায়ও এরূপ একটি অবস্থা ঘটে।

শিশুচিত্তে যেমন সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কল্পনার উদার সংমিশ্রণে কোনো বাধা নেই তেমনিধারা আমাদের প্রতিভান ও স্বজ্ঞার ক্ষেত্রেও এ দুয়ের ভেদ খুব দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হয় নি। প্রতিভান বা স্বজ্ঞা হ'ল বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের

সম্ভাব্য সরলিকৃত প্রতিচ্ছবির সমন্বয় ; এই সমন্বয়ে এতদুভয়ের মিলনরেখার কোনো চিহ্নই থাকে না। আমাদের প্রতিভান আশ্রিত জ্ঞানে আমরা নিজেদের জ্ঞানের বিষয়ের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করি না ; বহির্জগতের বিরোধিতা করাও আমাদের ধর্ম নয়। আমরা শুধু আমাদের মনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানজাত মানস প্রতিবিম্বকে (Impressions) আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করি।

প্রতিভানকে যাঁরা স্থান কালের ক্রমানুসারে সজ্জিত সংবেদন মাত্র মনে করেন তাঁরা প্রতিভান সম্বন্ধে প্রায় সত্য ধারণার অধিকারী ; এঁদের মতে স্থান এবং কাল হ'ল প্রতিভানের রূপভেদ (Forms of intuition)। স্থানের আধারে ও কালের পারম্পর্যে প্রতিভান প্রতিষ্ঠিত। প্রাতিভানিক ক্রিয়াকর্ম কারণগত এবং স্থানগত ধারণার যুগ্ম-ক্রিয়া-ফল স্বরূপ। ইতিপূর্বে প্রতিভান সংযুক্ত বুদ্ধিগত ধ্যানধারণা সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিভান বা স্বজ্ঞা স্থান অতিরিক্ত এবং কাল অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা রূপে বিরাজ করতে পারে। আকাশের গাঢ় নীল রং, আমাদের অনুভবের রং, যন্ত্রনার আর্তি, ইচ্ছাগত প্রয়াস এরা সবাই আমাদের চেতনায় মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। এদের ক্ষেত্রে স্থান এবং কালের কোনো ভূমিকাই নেই। কখন কখন আমাদের প্রাতিভানিক জ্ঞানে স্থানের ব্যপ্তিটুকু কালানুক্রমিক পারম্পর্য ব্যতীতই ধরা পড়ে ; আবার এর উল্টোটাও ঘটে। সে সব ক্ষেত্রে স্থানের ব্যাপ্তি এবং কালের পারম্পর্য এতদুভয়ের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে প্রতিভান বিধৃত হয়, তাদের উপস্থিতিটুকু তখনই অনুভূত হয় না। উত্তরকালে চিন্তন এবং বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা এটিকে আবিস্কার করি। স্থানের ব্যাপ্তি এবং কালের পারম্পর্যটুকু প্রাতিভানিক রূপের সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে চিহ্নহীনভাবে মিশে যায় এবং এই সম্মিলন অভিজ্ঞতার বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় (materialiter) ; যে রূপে অভিজ্ঞতা রূপবদ্ধ হয় তার সঙ্গে এই স্থান এবং কালের কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা যখন কোনো ছবি দেখি বা নৈসর্গিক দৃশ্যের সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করি তখন কি আমরা ঐ চিত্রান্তর্গত স্থানিক সংস্থানের (Space) কথা ভাবতে পারি? ছবি দেখার সময় বা নিসর্গ শোভার রসাস্বাদন করার সময় যেমন আমরা স্থানিক বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকি না, ঠিক তেমনি যখন আমরা কোনো একটি গল্প শুনি বা কোনো একটি গান আমাদের মোহিত করে তখন কি আমরা তার তালগত পারস্পর্যের কথা একবারও চিন্তা করি? কালগত ব্যাপারটি তখনই ধরা পড়ে যখন আমরা এই অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করি? একথা বলা চলে যে, শিল্প মাধ্যমে স্থান এবং কালের প্রকাশ ঘটে না ; প্রকাশ ঘটে মনুষ্য চরিত্রের অনন্যতার, তার ব্যক্তিত্বের। আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে এমন অনেক মতবাদিতা আছে যাদের সঙ্গে

প্রতিভান ও দেশকালের ধারণা।

আমাদের মতের খুব মিল নেই। পূর্বতন যুগের স্থান এবং কালের সহজ ধারণার ব্যাপারটি এযুগে অবজ্ঞাত। বুদ্ধিগত ধ্যান ধারণার জটিলতায় এরা কন্টকিত। আরও বলা চলে, যাঁরা স্থান এবং কালকে পুরোপুরি formative principles বলে স্বীকার করেন না, Categories ও functions-এর গুণমানও স্থান এবং কালের মধ্যে অনাবিষ্কৃত থাকে তাঁরা কিন্তু এদের সম্মিলন ঘটানোর জন্য তৎপর হন। স্থান এবং কালকে তাঁরা ভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। কারও কারও কাছে স্বজ্ঞা হ'ল স্থানগত ; কালগত পারম্পর্যকেও স্থানিক ব্যাপ্তির মধ্যে বুঝতে হয়। ত্রি-মাত্রিক স্থানকে দার্শনিক চিন্তায় অপ্রয়োজনীয় বলে অন্যেরা পরিত্যাগ করেছেন এবং স্থানগত বিস্তারকে সর্বপ্রকার বিশেষ স্থানিক নির্দেশনার অন্তরায় বলে গ্রহণ করেছেন। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, এ ক্ষেত্রে স্থানগত শৃঙ্খলার কি বিশেষ কোনো ভূমিকা আছে? কালের পারম্পর্যকে এই স্থানিক বিস্তারের সহজ ব্যবস্থায় কি বিবৃত করা যেতে পারে? সমালোচনা বিরুদ্ধ তর্কখণ্ডনের সূত্র এরিমধ্যে বোধ হয় নিহিত ; এক্ষেত্রে কোনো এক ধরনের প্রাতিভানিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এখন প্রশ্ন জাগে এই ধরনের প্রাতিভানিক ক্রিয়াকর্মে আমরা কি কোনো ভাবে স্ববশ্যতার অভাবটুকু অনুভব করি না? এই অভিজ্ঞতার স্থানিক এবং কালগত অবস্থান এর চরিত্রকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে না। এই ধরনের প্রাতিভানিক ক্রিয়াকর্মের ধারণা হ'ল চিন্তন ধর্মের বিশেষ প্রকোষ্ঠ (category) এবং এরই মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের বিষয়কে তার বিশিষ্ট ব্যবহারগত রূপে জানতে পারি।

প্রতিভান এবং সংবেদন
Intuition & Sensation

প্রাতিভানিক জ্ঞানকে বুদ্ধিগত সৌকর্যের (intellectualism) প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে আমরা প্রাতিভানিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা এবং বিচার একটি ভিন্নতর দিক থেকে করব। আমাদের অভিজ্ঞতার নিম্নতম সীমা হ'ল সংবেদন ; অনাকার বিষয়বস্তু হিসাবে সংবেদনকে spirit বা চিত্ত কখনই জানতে পারে না। বিষয়ের জ্ঞান তখনই হয় যখন তা বিশেষ আকার ধারণ করে ; এই আকারের ধারণার মধ্যেই জ্ঞানের সীমা নিহিত। জড়বস্তু যখন আকার (in abstraction) বিচ্যুত হয় তখন তা নিষ্ক্রিয় যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়। মানুষের চিত্তকে (Spirit) এটিকে স্বীকার করতে হয় ; মানব চিত্ত এটির সৃষ্টি কর্তা নয়। অবশ্য একে ছাড়া মানুষের কোনো জ্ঞান, কোনো ক্রিয়া একেবারেই সম্ভব নয়। জড় পদার্থ মানুষের পাশবিকতাকে উদ্দীপ্ত করে ; মানুষের পাশব প্রবৃত্তি, তার ক্ষণিক উদ্দীপনা (impulse)-এ সবই হ'ল জড়ের রাজত্বের অঙ্গীভূত, মানুষের মনুষ্যত্ব হ'ল অধ্যাত্ম শক্তির লীলাক্ষেত্র। আমরা যখন আমাদের মনোগত অবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করি তখন আমরা মনের যে চিত্র পাই তা পুরোপুরি আত্ম

স্বতন্ত্র ও রূপময় হয়ে ওঠে না। এইরকম একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে আমরা জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানের রূপের মধ্যেকার প্রভেদটুকু বুঝতে পারি। এই যে জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানের রূপের কথা বলা হ'ল তারা কিন্তু পরস্পর বিরোধী নয় ; তাদের পার্থক্যটুকু বোঝা গেলেও তারা আমাদের মনের দুটি ভিন্নধর্মী কর্ম নয়। জ্ঞানের বিষয় হল বহিরাগত ; এই বিষয়ের নিরন্তর অভিঘাতে আমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। যা কিছু বহিরাগত তাকে নিরন্তর রূপ দেয় মনের আন্তর ক্রিয়া ; অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট রূপটি আমরা পাই যখন জড়কে আমাদের মন বা চিত্ত যথাযথ রূপ দিয়ে তাকে রূপময় করে তোলে। জীবন এবং জগতের ব্যবহারিক রূপটুকু এইভাবেই আসে। আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হ'ল জড় বিষয়ের জ্ঞান, এবং এই জড় বিষয়ই একটি প্রতিভানের সঙ্গে আর একটি প্রতিভানের পার্থক্য নির্দেশ করে। অভিজ্ঞতার প্রাতিভানিক রূপের কোনো বৈচিত্র্য নেই ; প্রাতিভানিক রূপ হ'ল স্থির, অচঞ্চল ; এটি অধ্যাত্ম ক্রিয়া (spiritual activity) জড়ের রূপান্তর ঘটলেও অধ্যাত্ম ক্রিয়ার রূপান্তর ঘটে না। অধ্যাত্ম ক্রিয়া জড় বিষয়ের সান্নিধ্য ব্যতীত concrete বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাস্তব হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের যুগের এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা এবং এটি হল যে মানুষের অধ্যাত্ম কর্মকে (spiritual activity) আমরা যথাযথ মর্যাদা দিইনি ; এ কাজটি হ'ল নিরাকার রূপহীন জড়জগৎকে রূপদান করা (form) রূপময় করে তোলা। মনুষ্য সত্ত্বার মূল স্বভাবই হল এই অধ্যাত্ম কর্ম ও রূপদান কর্ম। এই অধ্যাত্ম ক্রিয়াকে অনেকেই দেব দেবী আশ্রিত রূপকথার অঙ্গীভূত করে দেখে। এ হ'ল একটি বড় ভ্রান্তি ; এই ভ্রান্তির মধ্যে এক ধরনের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই অধ্যাত্ম ক্রিয়াটুকুর স্বরূপ বুঝতে পারে না। মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ থেকে এই স্বজ্ঞা বা প্রতিভানকে (অধ্যাত্মকর্ম) পৃথক করতে শেখেনি। অনেকেই মনে করেন যে কায়িক পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠা এবং গভীর চিন্তন কর্মে আত্মনিয়োগ করা এতদুভয়ের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। যা আছে তা হ'ল পরিমাণগত। ঠান্ডা লাগা, শীতে হি হি করা এবং ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার ক'রে তার নিরসন করা—এ দুয়ের মধ্যে কোনো গুণগত প্রভেদ নেই আছে শুধু পরিমাণ গত পার্থক্য। অবশ্য যাঁরা যুক্তি তর্কের প্রতি আস্থা রাখেন তাদের অনেকেই মানুষের চিন্তন কর্ম এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তুর অবিচল চরিত্র দুটিকে একটি বৃহত্তর ধারণার অন্তর্বর্তী করে এদের সমন্বয় সাধন করেন। এই ধরনের সমন্বয় সাধন অবশ্য সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই সমন্বয় সাধনের তত্ত্ব প্রাথমিক ভাবে এ দুটির পার্থক্যকে নির্দেশ করে ; বস্তুর জড়রূপ এবং তার জ্ঞাতাগ্রাহ্য রূপ এ দুটিকে স্বীকার করেই আমরা আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হব।

প্রতিভানকে কখন কখন সরল সংবেদন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি একটি মস্ত ভুল। এই ভুলটির নিরসন করলে সহজ বুদ্ধির (Common sense) অনুজ্ঞাকে অস্বীকার করা হয় ; তাই একে পুরোপুরি অস্বীকৃতির অমর্যাদা থেকে রক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে যে প্রতিভান হ'ল সংবেদনাবলীর আসঙ্গ (association & sensation)। association বা আসঙ্গ কথাটির অর্থ দ্বিবিধ। প্রথম অর্থে সংযোগ বলতে আমরা বুঝি আমাদের স্মৃতির ভান্ডার থেকে নানান তথ্য এবং তত্ত্বের উদ্ধার ক'রে তাকে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে একটি পরিপূর্ণ রূপদর্শন করা ; এটি পুরোপুরি চেতন মনের কর্ম। দ্বিতীয় অর্থে association বা আসঙ্গ বলতে আমরা বুঝি আমাদের অচেতন বা অবচেতন মনোজগতের উপাদান যখন এই তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন আমরা প্রাকৃত জগতের সংবেদনশীলতার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকি। এ দুটির কোনটির সঙ্গেই আমাদের প্রতিভান ধারণার সাযুজ্য নেই। এটি স্মৃতিও নয় অথবা সংবেদন প্রবাহও নয়। এই প্রতিভান হল সৃষ্টিধর্মী, রূপাশ্রয়ী এবং সম্পূর্ণরূপে একক ও অনন্য। এই যোগটুকু হ'ল সৃষ্টিশীল, সমন্বয়ধর্মী অধ্যাত্মকর্ম। এই সমন্বয়ধর্মী কর্মটি হ'ল অনুসঙ্গ (Association)। এর ক্রিয়াশীল ধর্মটির জন্য আমরা সহজেই প্রতিভানকে সক্রিয় কর্মরূপে চিহ্নিত ক'রে শুধুমাত্র সংবেদন থেকে এর পার্থক্যটুকু নির্দিষ্ট করতে পারি।

প্রতিভান ও আসঙ্গ (Intuition & Association)

মনস্তত্ত্ববিদেরা সংবেদনকে সংবেদনোত্তর একটি মানসিক অবস্থা থেকে পৃথক করেছেন। এ অবস্থাটি পুরোপুরি 'বুদ্ধি আশ্রয়ী' ধারণার পর্যায়ে পড়ে না। এ অবস্থাটিকে রূপকল্পের অবস্থা বা প্রতিবেদনের পর্যায় বলা চলে। (representation or image)। এই প্রতিনিধিত্বমূলক রূপকল্পের সঙ্গে আমাদের প্রতিভানের তফাৎ কতটুকু তা বুঝতে হবে। এই প্রতিনিধিত্বমূলক রূপকল্প বলতে আমরা কি যে বুঝি তা আমরা নিজেরাই জানি না। এই প্রতিনিধিত্বমূলক রূপকল্পই কিন্তু প্রতিভান হয়ে উঠতে পারে যদি আমরা একে সংবেদনের ভিত্তি ভূমি থেকে পৃথক করে ভাবতে পারি। আর যদি একে আমরা জটিল সংবেদনরূপে ভাবতে পারি তাহলে আমাদের আবার সেই সহজ প্রাকৃত সংবেদনশীলতার জগতে আবদ্ধ থাকতে হবে। এই দ্ব্যর্থবোধক শব্দটির যথাযথ ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য ; যদি আমরা সংবেদনের সঙ্গে রূপকল্পকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্বন্ধের দ্বারা (secondary degree) সম্বদ্ধ করতে চাই তাহলে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্বন্ধটুকু কি কোন গুণগত অথবা আকারগত পার্থক্যের কথা বলে? যদি তা বলে তাহলে এই প্রতিনিধিত্ব মূলক রূপকল্প

প্রতিভান ও প্রতিনিধিত্ব (Intuition & Representation)

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

(Representation) সংবেদনের প্রসার মাত্র এবং এটিকে প্রতিভানের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। আর যদি এরদ্বারা বৃহত্তর জটিলতা এবং পরিমাণগত ও বস্তুগত পার্থক্য সূচিত হয় তাহলে প্রতিভান এবং সহজ স্বাভাবিক সংবেদন এদুটি ধারণার মধ্যে মিশ্রণ ঘটলে জটিলতার উদ্ভব হবে।

প্রাতিভানিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে স্বজ্ঞা বা প্রতিভান ঠিক ততটুকুই থাকে যতটুকু তা প্রকট হয়। যদি আমরা এই বাক্যটির অর্থ বিশ্লেষণে জটিলতার সম্মুখীন হই তার কারণ হল আমরা প্রকাশ বা 'Expression' শব্দটিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছি। "প্রকাশ' বলতে আমরা সাধারণত বাঙ্ময় প্রকাশ বা verbal expression-কে বুঝি। কিন্তু বাঙ্ময় প্রকাশ ছাড়াও ভিন্নতর প্রকাশের ধারণা আমাদের আছে যেমন রেখা রং ও গীতিময় শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ। মানুষ বাগ্মীরূপে, গায়করূপে, চিত্রীরূপে এবং আরও হাজার রূপে আপনাকে প্রকাশ করে। মানুষ যেভাবেই নিজেকে প্রকাশ করুক না কেন তার মধ্যে প্রতিভান কর্ম অনুস্যূত। আমরা যখন কোন একটি জ্যামিতিক ছবি আঁকি তখন নিশ্চয়ই আমাদের মনে সেই চিত্রটির রূপকল্প পূর্বাহ্নেই বিদ্যমান ছিল অন্যথায় কি করে আমরা black board বা সাদা কাগজের ওপর সেই ছবিটি 'চট্‌জলদি' আঁকতে পারি। এই মনোগত রূপকল্পটি ছাড়া আমরা কি কখনও সিসিলি দ্বীপের (Sicily) মানচিত্র আঁকতে পারি? এই ভাবেই আমাদের অনুভূতি আমাদের অভিজ্ঞতার নানান ছবি শব্দের মাধ্যমকে আশ্রয় করে অধ্যাত্ম কর্মরূপে আপনাকে প্রকাশ করে। জ্ঞানের এই প্রক্রিয়ায় (cognition process) প্রতিভান প্রকাশ থেকে পৃথকরূপে নির্দিষ্ট করা অতীব দুরূহ কর্ম। কারণ এর একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িত হয়ে আবির্ভূত হওয়া ; এই সমন্বয়ের মূলে আছে একটি গভীর সত্য ; তা হল তারা দুই নয় তারা একই।

প্রতিভান এবং প্রকাশ (Intuition And Expression)

আমরা বিষয়ের বা বস্তুর যে প্রাতিভানিক রূপটুকু বস্তুতপক্ষে পাই তার থেকেও পূর্ণতর প্রাতিভানিক রূপ ও লভ্য বলে আমাদের অনেকের ধারণা ; এটি একটি বড় ভ্রান্তি। এমন কথা আমরা অনেককেই বলতে শুনেছি যে তাঁদের মনে অনেক অনেক মহতী ধারণা বাসা বেঁধে আছে কিন্তু তারা সেগুলো যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি অন্যরকম। যদি তাদের মনে কোনরকম মহতী ধারণা থেকে থাকতো তবে অবশ্যই তারা তা প্রকট ক'রে তুলত। যদি এই ধারণাগুলো অন্তর্হিত হয়ে থাকে অথবা প্রকাশকালে দেখা যায় যে তারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প তখন বুঝতে হবে, হয় তাদের মনে এই ধরনের কোনো মহতী ধারণা ছিল না অথবা থাকলেও তাদের সংখ্যা ছিল নগন্য। অনেকের মতই আমরা মনে করি যে নানান দেশ

REDMI NOTE 8 PRO

বিদেশের ছবি আমাদের কল্পনায় সত্য হয়ে থাকে ; মনে মনে যে সব চিত্র বা মূর্তি রচনা করি তা সবই চিত্রীর আঁকা ছবির মতই সুন্দর ; আমরা মনে মনে যে সব মূর্তি গড়ি তা ভাস্করকৃত মূর্তির মতই সুন্দর আর যেটুকু প্রকাশে আমরা অকৃতকার্য হই সেটুকু আমাদের মনের মনিকোঠায় অপ্রকট থেকে যায়। তাঁরা ভাবেন, বিশ্বাস করেন যে র‍্যাফেল কৃত ম্যাডোনার ছবি যে কেউ মনে মনে আঁকতে পারেন কিন্তু র‍্যাফেল এতবড় শিল্পী হতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি চিত্র সৃজনের টেক্‌নিক্ বা শৈলীটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এই ধরনের মত খুবই ভ্রান্ত। আমরা জগত সম্বন্ধে যেটুকু প্রাতিভানিক জ্ঞান অর্জন করি তা ছোট ছোট প্রকাশ কর্মের সমষ্টি ; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশ বিন্দুগুলো বৃহৎ থেকে বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করে যখন আমাদের অধ্যাত্ম মনোনিবেশের শক্তি পরিবর্ধিত হয় তখন মুহূর্তের অভিজ্ঞতা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা মনে মনে বিচার করে বলি ঃ 'এটি একটি মানুষ" "ওটি একটি ঘোড়া", "এটি খুব ভারি", "ওটি খুব ধারালো", "এতে আমি খুব খুশি" প্রভৃতি। এই ধরনের ছবিগুলি আলো এবং রঙের মিশ্রণে উজ্জ্বল ; অসতর্কভাবে তুলি চালিয়ে বিশৃঙ্খল রঙের সমাবেশে যেটুকু চিত্রমূল্য থাকে এটির মধ্যেও সেটি লক্ষণীয়। এর মধ্যে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া ভার। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের এটি হল ভিত্তিভূমি। এটি একটি পুস্তকের নির্ঘন্টের মত (index)। বস্তু বা বিষয়ের উপর আমরা যে নাম অঙ্কিত করে দিই বস্তু সেই নামেই পরিচিত হয়। শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের জন্য এই ধরনের নামাঙ্কিত বস্তু নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজটুকু সহজেই চলে যায়। কখন কখন পুস্তকের নির্ঘন্ট থেকে আমরা পুস্তকের মূল কলেবরে প্রবেশ করি ; নামাঙ্কিত পত্রসূচী থেকে বস্তু বা বিষয়ে উপগত হই ; ছোট ছোট আংশিক প্রাতিভানিক জ্ঞান থেকে মহত্তম এবং উচ্চতম প্রাতিভানিক জ্ঞানের জ্ঞানলাভ করি। এই যে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে উত্তরণ এটি কিন্তু সহজকর্ম নয়। এই সত্যটুকু আমরা জানতে পারি যদি শিল্পীদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যথাযথ অধ্যয়ন করি ; তখনি আমরা বুঝতে পারি যে শিল্পী যখন কোন বস্তু বা বিষয়কে পলকমাত্র দর্শন করে তখন প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই দেখে না। প্রাতিভানিক জ্ঞান ব্যতীত এই ধরনের দেখায় বস্তুর স্বরূপ উদঘাটিত হয় না ; বস্তু বা বিষয়ের ব্যঙ্গচিত্রটুকু এইভাবে হয়ত করা সম্ভব হয়। শিল্পী যখন কোন ব্যক্তির চিত্র চিত্রণে যত্নবান হয় তখন সেই ব্যক্তিটি তার কাছে আবিস্কারের অপেক্ষায় কম্পমান এক অনাবিস্কৃত জগতের মতো। তাইতো মাইকেল এঞ্জেলো বলেছিলেন "শিল্পী তাঁর হাত দিয়ে ছবি আঁকেন না, আঁকেন মস্তিষ্ক দিয়ে"। Convent of the Graces-এর প্রধান ধর্ম যাজক বিস্মিত হয়ে দেখেছিলেন যে

মরীচিকা ও মায়া (Illusion) এদের পার্থক্য

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর বিখ্যাত চিত্র ~Last supper-র সামনে দিনের পর দিন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তুলি দিয়ে রং বা রেখার কোন টানই তিনি দেন নি ঐ সময়। লিওনার্দোর এই মানস সক্রিয়তা এবং কায়িক নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন ঃ প্রতিভাধর মানুষদের মন যখন সৃষ্টিশীল কর্মে খুবই সক্রিয় তখন তারা ব্যবহারিক কাজকর্মে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। একজন শিল্পী তখনই শিল্পী হয়ে ওঠেন যখন অন্য মানুষের চকিতে অনুভব করা সত্যকে তিনি সৃষ্টিযোগ্য বিষয় রূপে দেখেন। যখন কাউকে আমার স্মিতহাস্যে প্রফুল্ল দেখি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা ঐ মৃদুহাসির সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা করি। কিন্তু শিল্পী এই হাসিটুকুর সবটুকু সুষমাকে, তার ব্যাপক ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাকে ছবিতে যথাযথ রূপ দেন। আমরা জানি যে আমাদের প্রিয় বন্ধুরও (যাকে আমরা রোজ দেখি) চেহারার খুঁটিনাটি আমাদের প্রাতিভানিক জ্ঞানে ধরা থাকে না। অন্য মানুষের থেকে পৃথক করা দুই একটি গুণ সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই এবং তার ফলেই জনতার সরণি থেকে তাকে পৃথক করে দেখি। সঙ্গীতের প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের বিভ্রান্তিটুকু (illusion) অনেক কম। কেননা, গীতিকার শ্রোতা বা রসিক জনের মনে সঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনার যে ছবিটি তাছে আর কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেন না। বিটোফেনের Nineth Symphony যেন তার নিজস্ব প্রাতিভানিক দৃষ্টির ফলশ্রুতি নয় ; অথবা তাঁর প্রতিভান Nineth Symphony-র জনক নয়। যিনি আপন ঐশ্বর্য নিয়ে গর্বিত তাঁর পক্ষে হতাশ হবার কারণ তখনই ঘটে যখন সরল গাণিতিক হিসাবে তাঁর সম্পত্তির হ্রস্বতা ধরা পড়ে ; ঠিক তেমনি যিনি আপন চিন্তা ভাবনার এবং কল্পনার ঐশ্বর্যবানতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ী তাঁর যখন প্রকাশ কর্মে ঘাটতি হয় তখন তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন। জাগতিক ঐশ্বর্যবান মানুষকে আমরা বলি তুমি তোমার টাকা পয়সা গুনে দেখো ; আর সাধারণ মানুষকে তার প্রাতিভানিক ঐশ্বর্যের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে বলি ; "হয় বল না হলে কাগজ পেন্সিলে নিজেকে প্রকাশ কর।"

বস্তুতঃপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন কবি, ভাস্কর, গীতিকার, চিত্রী, বা প্রাবন্ধিকের সত্ত্বার কিছু কিছু প্রবণতা প্রথমত লুক্কায়িত থাকে ; কিন্তু প্রশ্নটি হচ্ছে যারা সত্যকারের শিল্পী গীতিকার বা লেখক তাদের প্রাতিভানিক শক্তির কতটুকুই বা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে? কবি শিল্পীদের সৃজনশীল সন্নত শক্তির প্রকাশ ঘটে তাদের শিল্পকর্মে। এখানে প্রশ্ন জাগে চিত্রীর মধ্যে আমরা কবির প্রাতিভানিক শক্তির কতটুকুই বা পাই? এই শক্তির তারতম্য ঘটে বিভিন্ন শিল্পীর মধ্যেও। তবুও একথা বলা যায় যে, গীতিকার, চিত্রী, ভাস্কর, কবি প্রমুখের যে শিল্পকর্মটুকু তারা আমাদের মধ্যে রেখে গেছেন তা হল আমাদের সমগ্র জাতির উত্তরাধিকার।

REDMI NOTE 8 PRO

এতদতিরিক্ত সংবেদনজাত চিত্রকল্প, সংবেদন, অনুভূতি, আবেগ এবং আবেগজনিত কর্মপ্রচেষ্টা কেবলমাত্র থাকে ; এরা কেউই অধ্যাত্ম কর্মের (spiritual activity) পর্যায়ে পড়ে না এবং তাই তারা মনুষ্য সাধারণের বোধের অগম্য। বিবৃত বা 'প্রকট' করার জন্য আমরা এমন একটি সত্যকে ধরে নিই যার সত্যিকারের অস্তিত্বই নেই ; এবং এই অস্তিত্ব থাকাটাই হ'ল অধ্যাত্মকর্মের রূপভেদ।

আধ্যাত্ম কর্ম
Spiritual Activity

আমরা এই প্রসঙ্গে প্রতিভানের বাহ্যিক (verbal) বর্ণনাকে আরও একটু উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি ; এটি হল প্রতিভানের এই বাচিক বর্ণনা ; এটি আমরা আলোচনার প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি ; প্রাতিভানিক জ্ঞান হল প্রকাশগত জ্ঞান (Expressive Knowledge) ; বুদ্ধিগত ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যাসত্যের জ্ঞানের সঙ্গে এর কোনোই যোগ নেই ; স্থানগত এবং কালগত রূপারূপ ও তদ্‌গত বোধের থেকেও এ জ্ঞান বিযুক্ত ; এই স্থানগত, কালগত বোধও পর্যায়গতভাবে পরবর্তী ক্রমের। প্রতিভান অথবা প্রতিনিধিত্ব মূলক জ্ঞানকে (representation) আমরা আকার (form) রূপে আমাদের অনুভূত বিষয় থেকে, সংবেদন প্রবাহ থেকে, অথবা মনোগত (psychic matter) বিষয় থেকে পৃথক করে দেখি ; এবং এই রূপ বা আকার (form) একে প্রকাশ (expression) বলা হয়। প্রকাশে বিষয় আপনাকে স্বস্থরূপে (Taking possesion) লাভ করে। প্রাতিভানিক জ্ঞানই হ'ল প্রকাশ ; প্রকাশটুকু হওয়াই হ'ল প্রাতিভানিক জ্ঞানের সম্যক ধর্ম।

প্রতিভান ও প্রকাশের একাত্মতা
(Indentity of Intuition & Expression)